

## ২.২ অনুবিভাগ২: বিশ্বব্যাংক

### ২.২.১ পটভূমি

বিশ্বব্যাংক একটি বহুজাতিক আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা যা উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কাজ করছে। বিশ্বব্যাংকের দুটি প্রতিষ্ঠান হলো International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (International Development Association (IDA) IBRD সাধারণত মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে এবং IDA বিশ্বের দারিদ্র্য ও উন্নয়নশীল দেশগুলো আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য নমনীয় শর্তে ঋণ এবং Trustee হিসেবে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের অনুদান পেতে সহায়তা করে থাকে। এছাড়াও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের আরও তিনটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েছেঃ

- (ক) International Finance Corporation (IFC) যা বেসরকারি খাতকে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।
- (খ) Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য Foreign Direct Investment (FDI) কে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত-MIGA বিনিয়োগকারী ও ঋণ প্রদানকারীদেরকে Guarantee প্রদান করে থাকে।
- (গ) International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) এটি বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং স্বাগতিক দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি ও সালিসির জন্য কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সকল অঙ্গ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সদস্য

এ অনুবিভাগ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সহায়তা প্রক্রিয়াকরণসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিশ্বব্যাংক ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় করে বাংলাদেশের জন্য নতুন Country Partnership Framework (CPF) (২০১৬-২০২০) প্রবর্তন করেছে। বিশ্বব্যাংক CPF এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে 'Systematic Country Diagnostic (SCD) Report' প্রস্তুত করেছে। CPF, Country Assistance Strategy (CAS) (২০১১-২০১৪) যা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়, তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। CPF-এর মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে energy sector; inland connectivity and logistics; regional and global integration; urbanization এবং adaptive delta management -এই পাঁচটি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা বৃদ্ধি করা। অধিকন্তু ঠেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক macro-economic stability and related cross-cutting challenges; human development এবং institutions and business environment এই তিনটি অর্থনৈতিক মূলস্তম্ভে সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।

১৯৭২ সাল হতে বিশ্বব্যাংক (আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা) বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/সংস্কার কার্যক্রমে ২৩.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশী ঋণ/অনুদান প্রদান করেছে এবং এর মধ্যে একই সময়ে ১৫.৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করেছে। বর্তমানে ট্রাস্ট ফান্ডসহ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ৫০ টি প্রকল্প রয়েছে এবং এ সকল প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের মোট অর্থায়নের পরিমাণ ৭.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ছাড় করেছে ১.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৬.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়ের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থ ছাড়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত (২০১৫-১৬) অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক মোট পোর্ট-ফোলিওর ৩৩.৬৩% অর্থায়ন করেছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক মোট ৯৭৭.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করে যা মোট পোর্ট-ফোলিওর ৩২.১৪%। বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা।

## ২.২.২ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ঋণঅনুদান চুক্তি স্বাক্ষরের বিবরণীঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে-১২ টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে ১০০০.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ ও ১৭৮.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানের জন্য বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ঋণ এবং অনুদানচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের ঋণ ও অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরের বিবরণী নিম্নরূপঃ

১। প্রকল্পের নামঃ Community Climate Change Project (CCCP) AF. প্রকল্পটির চুক্তি ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং তারিখে সম্পন্ন হয়। ০.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে আগস্ট ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ সময়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকল্পটি পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য নির্বাচিত এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উদ্ভূত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকাবাসীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাপ-খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সহযোগিতা করা।

২। প্রকল্পের নামঃ Health Population and Nutrition Sector Development Program (HPNSDP). প্রকল্পটির চুক্তি ২১ অক্টোবর ২০১৫ ইং তারিখে সম্পন্ন হয়। ২৬.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে ৩০ জুন ২০১৭ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য জাতিসংঘ ঘোষিত উন্নয়ন এজেন্ডা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জন ত্বরান্বিত করা; স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা; এবং স্বাস্থ্য সেক্টরের আধুনিকায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৩। প্রকল্পের নামঃ Shiddhirgonj Power Project (AF). প্রকল্পটি চুক্তি ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সম্পন্ন হয়। ১৭৬.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫-৩০ জুন ২০১৮ মেয়াদে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমগ্র দেশে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিদ্যুৎ ঘাটতি নিরসন।

৪। প্রকল্পের নামঃ Third Primary Education Development Program (PEDP-III) AF. প্রকল্পটির চুক্তি ০৫ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হয়। ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে Global Partnership for Education (GPE) জানুয়ারি ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল ছেলেমেয়েকে (ক) শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, (খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকরণ, শিক্ষার্থীদের সার্বিক গুণগত মানোন্নয়ন এবং (গ) প্রাথমিক শিক্ষায় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৫। প্রকল্পের নামঃ Skill and Training Enhancement Project (STEP). প্রকল্পটি চুক্তি ২১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হয়। ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ ২২ আগস্ট ২০১০-৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত তারিখের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ক) সরকারের দারিদ্র বিমোচন কৌশলের অংশ হিসাবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা। খ) Industry Skills Council এবং National Skills Development Council প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান এবং এসএসসি (ভোকেশনাল) কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিকভাবে কারিগরি এবং ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালী করা। এবং গ) কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সংস্থা যথা কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং জনশক্তি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর কার্যক্রম শক্তিশালী করা।

৬। প্রকল্পের নামঃ Health Population and Nutrition Sector Development Program (HPNSDP). প্রকল্পটি চুক্তি ৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হয়। ৪৩.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে ৩০ জুন ২০১৭ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য জাতিসংঘ ঘোষিত উন্নয়ন এজেন্ডা এবং বাংলাদেশ

সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জন ত্বরান্বিত করা; স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা; এবং স্বাস্থ্য সেক্টরের আধুনিকায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৭। প্রকল্পের নামঃ Ghorasal Unit 4 Re-powering Project. প্রকল্পটি চুক্তি ০৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হয়। ২১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণে জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৯ মেয়াদে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করে বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বর্তমান ২১০ মেঃওঃ এ বিদ্যুৎ প্লান্টটির ক্ষমতা ৪০০ মেঃওঃ-এ উন্নীত হবে। প্লান্টটির আধুনিকায়নের ফলে সার্বিক দক্ষতা ৫৪% বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান প্লান্টটিতে যে পরিমাণ গ্যাস ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে মাত্র ১৮% অধিক পরিমাণ গ্যাস যোগ করে প্রায় দ্বিগুন পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে।

৮। প্রকল্পের নামঃ National Agricultural Technology Program Phase II Project. প্রকল্পটির চুক্তি ২৪ মে ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হয়। ৭.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে অক্টোবর-২০১৫-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ এবং পণ্য সরবরাহ ও বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মহিলা কৃষকের কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং আয় বৃদ্ধি সর্বোপরি কৃষকের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৯। প্রকল্পের নামঃ National Agricultural Technology Program Phase II. প্রকল্পটির চুক্তি ২৪ মে ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হয়। ১৭৬.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণে অক্টোবর-২০১৫-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ এবং পণ্য সরবরাহ ও বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মহিলা কৃষকের কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং আয় বৃদ্ধি সর্বোপরি কৃষকের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

১০। প্রকল্পের নামঃ Additional Financing for Private Sector Development Support Project (PSDSP). প্রকল্পটির চুক্তি ১৯ জুন ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হয়। ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণে জুলাই ২০১৬-ফেব্রুয়ারি ২০২১ সময়ে বেজা, বেপজা, হাইটেকপার্ক কর্তৃপক্ষ ও ইআরডি দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সম্প্রতি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইকোনমিক জোনসমূহের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা বৃদ্ধিসহ এগুলো উন্নয়ন ফলদায়ক করার জন্য অতিরিক্ত অর্থায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অতিরিক্ত অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের উন্নয়ন উদ্দেশ্য হলো বেসরকারি বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা এবং ইকোনমিক জোনসমূহে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, বিল্ডিং কোডস, সামাজিক ও পরিবেশগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। নির্দিষ্টভাবে এর আওতায়: ক) নতুন ইকোনমিক জোনসমূহ উৎপাদনমুখী করা এবং বেসরকারি ইকোনমিক জোন তৈরির লক্ষ্যে সক্ষমতার উন্নয়ন; খ) জোন-সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ; এবং গ) চাহিদা-তাড়িত দক্ষতা বৃদ্ধি ও জোনসমূহে সামাজিক ও পরিবেশগত স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করা।

১১। প্রকল্পের নামঃ Low Income Community Housing Support Project (Pro-Poor Slums Integrated Project). প্রকল্পটির চুক্তি ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হয়। ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণে ০১ এপ্রিল ২০১৬ হতে ৩১ মার্চ ২০২০ সময়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ২টি সিটি কর্পোরেশন ও ১টি পৌরসভা এলাকার ১৯ টি কমিউনিটিতে দরিদ্র বস্তিবাসীদের জন্য আবাসন সুবিধা তৈরিতে সহায়তা, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ইত্যাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১২। প্রকল্পের নামঃ Health Sector Development Program (HPNSDP)(AF). প্রকল্পটির চুক্তি ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হয়। ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণে ৩০ জুন ২০১৭ সময়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য জাতিসংঘ ঘোষিত উন্নয়ন এজেন্ডা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পঞ্চ-বার্ষিকী

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জন ত্বরান্বিত করা; স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা; এবং স্বাস্থ্য সেক্টরের আধুনিকায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

## ২.২.৩ চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ট্রাস্ট ফান্ডসহ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বর্তমানে ৫০ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিশ্বব্যাংকের বিশ্বব্যাংক এবং অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়নের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বিশ্বব্যাংক এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ৪ (চার) টি ত্রিপক্ষীয় সভায় সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সমস্যায়ুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে গতিশীলতা এসেছে।

## ২.২.৪ বিশ্বব্যাংক অনুবিভাগের আওতায় সংশ্লিষ্ট সমন্বিত সভা/কার্যাদিঃ

বিশ্বব্যাংক-৯সভা গত সালের বার্ষিক ২০১৫ আইএমএফের -১১ অক্টোবর ২০১৫ মেয়াদে পেরুর রাজধানী লিমায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণী বিষয়াদি কর্মসংস্থান ও প্রতিযোগিতামূলক ,বিশ্ব অর্থনীতি , শ্রমবাজারপরিবর্তনশীল বিশ্বে ল্যাট ,অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি , িন আমেরিকার ভূমিকা এবং নিম্ন আয়ের দেশসমূহের- বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা হয়। উক্ত সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১২ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এ অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

গত ০৫-১১ মার্চ ২০১৬ তারিখ বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট Ms. Annette Dixon এবং Ms. Laura Tuck-এর বাংলাদেশ সফর সংক্রান্ত সার্বিক কাজ এ অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

গত ১৫-১৭ এপ্রিল ২০১৬ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের ২০১৬ সালের বসন্তকালীন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিশ্ব অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজার, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, আফ্রিকার উন্নয়ন এজেন্ডা, টেকসই উন্নয়ন, আঞ্চলিক সংঘাত ও শরণার্থী সংকট, পরিবেশ চ্যালেঞ্জ, অবকাঠামো এবং নিম্ন-আয়ের দেশসমূহের বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা হয়। এ সভায় মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এ অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

গত ২৫-২৮ মে ২০১৬ তারিখ বিশ্বব্যাংকের ৯ জন নির্বাহী পরিচালকের একটি গ্রুপের বাংলাদেশ সফর সংক্রান্ত সার্বিক কাজ এ অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। গত ২১-২৪ জুন ২০১৬ তারিখে মিয়ানমারের রাজধানী Nay Pyi Taw এ IDA18 Replenishment-এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আইডিএ'র পরবর্তী রাউন্ডের তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে নেগোসিয়েশন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ বিভাগের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে ০২ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলের সভায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সার্বিক কাজ এ অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।



গত ১৬ জুন ২০১৫ খ্রি. তারিখে "Towards Resilient and Sustainable Delta Management for a prosperous Bangladesh" শীর্ষক সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশ সরকার, নেদারল্যান্ডস সরকার এবং বিশ্বব্যাংক গ্রুপ (আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা) (আইডিএ) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)/২০৩০ ওয়াটার রিসোর্সেস গ্রুপ (ডব্লিউআরডি)-এর মধ্যে শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি এবং নেদারল্যান্ডস সরকারের পক্ষে Ms. Lilianne Ploumen, Minister of Foreign Trade and Development Cooperation, বিশ্বব্যাংকের পক্ষে ঢাকা অফিসের কান্ট্রি ডিরেক্টর Dr. Lia Carol Sieghart, Program Leader এবং 2030 Water Resources Group/IFC এর পক্ষে Mr. Anders Ingvald Berntell, Executive Director সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি ও মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



গত ২৪.০৫.২০১৬ ইং তারিখে বিশ্বব্যাংকের সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরদান অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের কান্ট্রি ডিরেক্টর Mr. Qimiao Fan পার্শ্বে উপবিষ্ট অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন।



গত ২১.০১.২০১৬ ইং তারিখে বিশ্বব্যাংকের সাথে ঋণচুক্তি অনুষ্ঠানে ইআরডির অতিরিক্ত সচিব জনাব কাজী শফিকুল আয়ম ও ইআরডির অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। বিশ্বব্যাংকের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের Acting Country Director Mr. Martin Rama